নীল-সাদা'র ঝগড়া

কাঁচা খেয়ে ফেলতে চান এক শিক্ষক আরেক শিক্ষককে

লিখেছেন **বোরহানুল হক সম্রাট**

নীল আর সাদা রঙের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটা সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারার কথা রসায়নবিদদের। কিন্তু তারচেয়েও এখন ভালো করে যারা এই দুই রঙের পার্থক্যটা মেলে ধরেন তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই শিক্ষকদের অধিকাংশ এখন সাদা আর নীল রঙের। নীল মানে যারা আওয়ামী লীগপন্থী আর সাদা হলো বিএনপি ও জামায়াতপন্থী। নীল আর সাদার দ্বন্দ্ব কখনো এমন যে, একপক্ষ যদি বলেন দুইয়ে দুইয়ে চার তখন অন্যপক্ষ বলে বসেন যোগফল চার হবে কিভাবে, হবে তো পাঁচ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে সন্ত্রাস হলে সাদারা একসঙ্গে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, তীব্র নিন্দার সঙ্গে বলেন দেশব্যাপী সরকারি সন্ত্রাসে জনগণ অতিষ্ঠ, আমরা এই সন্ত্রাস বন্ধের দাবি জানাই। নীলে'রা চুপ করে বসে থাকেন। আর সরকারে বিএনপি থাকলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একইভাবে পত্রিকা অফিসে বিবৃতির ফ্যাক্স আসে, প্রতিবাদে নীলের বক্তব্য হুবহু একই। অন্যদিকে সাদারা এবার নিশ্চুপ, নিথর। কখনো চলে দুই পক্ষের বিবৃতিযুদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এসব অবলোকন করে কখনো হাসেন, কখনো কষ্ট পান। শিক্ষার্থীরা আড্ডায় বসে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন যে ভাষায় তার সব লেখা যায় না, শুধু বলা যায় তারা এই নোংরা ঝগড়ায় অতিষ্ঠ। সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশের নির্যাতনের ঘটনায় এই ঝগড়া আরো বেশি করে স্পষ্ট হয়। শামসুন্নাহার হল থেকে ছাত্রদলের কয়েকজন বহিরাগতকে বিতাড়ন করতে সেদিনের ঘটনার সূত্রপাতের সময়ের ঘটনাবলী বা ঝগড়া দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার। এ ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জুল ইসলাম তদন্ত শেষে সাংবাদিকদের কাছে যে ব্রিফিং দিয়েছেন, সেখানেও শিক্ষককের দলীয় দ্বন্দ্বের কথা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত সেই ঘটনায় নীল আর সাদার দ্বন্দ্ব ছিল ভয়ঙ্কর আর কুৎসিত। শিক্ষকদের নীল সাদার গড়ে তোলা পার্থক্য, দ্বন্দ্ব আর ঝগড়া বোঝাতে কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দেয়া যেতে পারে।

প্রক্টর, পুরুষ আর মহিলা পুলিশের সঙ্গে আমরা হলের ভেতরে বিশাল টিভি রুমে ঢুকলাম। কয়েকজন পুরুষ আর মহিলা পুলিশ এবং দুজন সহকারী প্রক্টর দোতলায় ২৩৫ নম্বর কক্ষে ছাত্রদল নেত্রী লুসির রুমে চলে গেল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা জীবনের এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমরা চার ছাত্র ও সাংবাদিক। মেয়েরা বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছেন। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এখন আপনাদের দাবিটা আসলে কি? তাদের সবার উত্তর, দাবি একটাই, বহিরাগতদের এখনই তাড়াতে হবে

এক. ২৩ জুলাই রাত ১০টা। শামসুন্নাহার হলের সামনে কয়েক গাড়ি পুলিশ। পুলিশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গেটের চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হল গেটের অনতিদূরে পুলিশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ও শিক্ষক কলিমুল্লাহ, মিসেস ফাতেমা বেগম, সফিউল্লাহ। হলের ভেতরে ছাত্রীরা হল গেট বন্ধ করে মাইকে অবিলম্বে হলের চিহ্নিত কয়েকটি রুমে অবস্থান নেয়া বহিরাগত লুসি, শান্তাসহ কয়েকজনকে সেই মুহূর্তে হল থেকে বিতাড়নের দাবি জানাচ্ছেন। মাঝে একজন ছাত্রী গেট খুলে প্রক্টরদের ভেতরে আসার অনুরোধ করে গেলেন। ছাত্রীটি বললেন, প্রভোস্ট ম্যাডাম আপনাদের ভেতরে যাবার জন্য বলেছেন। আপনারা আসুন, ওদের বের করার ব্যবস্থা করেন। ছাত্রীদের সঙ্গে হলের ভেতরে রয়েছেন হল প্রভোস্ট নীল দলের শীর্ষ সারির নেতা অধ্যাপক সুলতানা শফি। প্রক্টররা বলে দিলেন, প্রভোস্টকে বাইরে আসতে বলো আমরা তার সঙ্গে কথা বলব। অন্যদিকে প্রভোস্টের বক্তব্য, আমি বাইরে যাব কেন? অর্থাৎ সাদারা (প্রক্টর) প্রভোস্টকে (নীল) বলছেন বাইরে আসতে তিনি আসছেন না আর প্রভোস্ট (নীল) প্রক্টরদের (সাদা) বলছেন ভেতরে যেতে কিন্তু তারা যাচ্ছেন না। সহকারী মহিলা প্রক্টর ফাতেমা বেগমকে জিজ্ঞেস করলাম ভেতরে যাচ্ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, এর আগে একবার ভেতরে গিয়েছিলাম, প্রভোস্টের অনুসারী ছাত্রীরা ধরে টানাহেঁচড়া করেছে। তাই তিনি আর ভেতরে ঢোকার সাহস করছেন না। একই বক্তব্য কলিমুল্লাহ, সফিউল্লাহর। মনে হলো কতদিনের দ্বন্দ্ব ঘিরে রয়েছে তাদের।

রাত গভীর হতে লাগল। প্রভোস্ট এবং আন্দোলনকারী ছাত্রীরা বলছেন হলের সব ছাত্রীকে নিচে নামিয়ে কার্ড দেখে হলে প্রবেশ করাতে। আর প্রক্টররা বলছেন, সবাইকে হলে নিজের কক্ষে যেতে হবে তারপর প্রক্টররা কক্ষে কক্ষে গিয়ে কার্ড দেখে বৈধতা যাচাই করবেন। সাদার শীর্ষনেতা উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী আর প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম কেউ এলেন না হলের এই পরিস্থিতির মধ্যেও। এভাবেই চলল রাত ১২টা পর্যন্ত। নীল আর সাদারা কেউ নড়লেন না কারো অবস্থান থেকে।

আরো ৪ মিনিট গেলো। রাত ১২টা ৪ মিনিট। হলের সামনে সহকারী প্রক্টর

ও পুলিশের আগের অবস্থান অক্ষুণ্ন। হঠাৎ হলের ভেতরে একটি মেয়ের চিৎকার আর ভাঙচুরের শব্দ শুনে সবাই একটু নড়ে উঠলেন। পুলিশ হলের বড় গেট ধাক্কাতে ধাক্কাতে ভেঙে ফেললো। আমরা চারজন সাংবাদিক, চার সহকারী প্রক্টর আর জনাপঁচিশ পুরুষ ও মহিলা পুলিশের সঙ্গে হলে ঢুকলাম। প্রক্টর, পুরুষ আর মহিলা পুলিশের সঙ্গে আমরা হলের ভেতরে বিশাল টিভি রুমে ঢুকলাম। কয়েকজন পুরুষ আর মহিলা পুলিশ এবং দুজন সহকারী প্রক্টর দোতলায় ২৩৫ নম্বর কক্ষে ছাত্রদল নেত্রী লুসির রুমে চলে গেল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা জীবনের এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমরা চার ছাত্র ও সাংবাদিক। মেয়েরা বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছেন। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এখন আপনাদের দাবিটা আসলে কি? তাদের সবার উত্তর, দাবি একটাই, বহিরাগতদের এখনই তাড়াতে হবে। বিক্ষিপ্তভাবে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রীদের বাকবিতন্ডা চলছে। গভীর রাতে হলে পুলিশ ঢুকে মেয়েদের নির্যাতন করছে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টর ও প্রভোস্ট কেউ তখন ছাত্রীদের মাঝে নেই। সেই রাতে তারা ছিল পুরোপুরি নিরাপত্তাহীন, অসহায়।

রাত একটা পাঁচ। আমরা চার সাংবাদিক গেলাম প্রভোস্টের অফিস কক্ষে যেখানে তিনি বসে আছেন। বললাম হলের ভেতরে পুলিশ ঢুকে গেছে , এদিক-ওদিক যাচ্ছে। আপনি এখানে বসে আছেন, ভেতরে যাচ্ছেন না কেন? নীল প্রভোস্টের উত্তর, আমি কি করব, ওনারা (সাদা প্রক্টর) পুলিশ নিয়ে এসেছেন, যা করার তারা করুক আমি যাব না। সহকারী প্রক্টর সাদা দলের সলিমুল্লাহ আমাদের সামনেই ঢুকলেন প্রভোস্টের কক্ষে। বললেন, আপনি হলের বাইরে গিয়ে কথা বললে এ পরিস্থিতি হতো না। প্রভোস্ট বললেন, আমি কেন রাস্তায় যাব, আপনারা কেন এলেন না। আমরা তাদের কথা শুনে রীতিমত হতভম্ব। আবার ভেতরে ঢুকলাম। মেয়েরা জড়ো হয়ে হলের অনার্স বিল্ডিংয়ের সামনে বসে পড়লেন। ওদিকে গেট ভাঙার পর যে কজন পুলিশ আর প্রক্টর হলের ২৩৫ নম্বর কক্ষে গিয়েছেন তাদের কোনো খবর নেই। শুনলাম তারা লুসির রুমে বসে আছেন।

রাত দেড়টা। পুলিশের এডিসি সাউথ আঃ রহিম হল গেটে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি হবে বলুন তো? আলাপচারিতায় তিনি বললেন, ছেলেদের হল হলে মুহূর্তেই পরিস্থিতি ঠিক করে ফেলতাম। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে পারব কিভাবে। মনে হলো আর যাই হোক, মেয়েদের সঙ্গে পুলিশ কোনো বড় গন্ডগোলে যাবে না। রাত দেড়টায় আমরা হল ছেড়ে চলে এলাম। এরপর রাত সাড়ে ৩টায় পুলিশ মেয়েদের ওপর হামলা চালায়। অকথ্য নির্যাতনই শুধু নয়, চুলের মুঠি ধরে তাদের ধরে নিয়ে যায় থানায়। সংঘটিত হয় ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়।

সাদা দলের শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হাসান নীল দলের একজনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, বেশি কথা বলবি না, তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলব। পরের দিন পত্রপত্রিকায় লেখা হলো কাঁচা খাওয়ার খবর। আনোয়ার হাসান বিকেলে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে। বললেন, আসলে ঘটনাটা ছিল অন্য রকম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আপনি কি কাঁচা খেয়ে ফেলার কথা বলেছিলেন? তিনি বললেন, আসলে আমি ওভাবে বলিনি। তবে তিনি যে ওই বাক্যটি ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই তার মধ্যে

দুই. অকুস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাব। শিক্ষক সমিতির সভা বসেছে। নীল, সাদার মাঝে কিছু দলনিরপেক্ষ শিক্ষক উপস্থিত। সভা শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গেলেন সাদা আর নীলেরা। নীলের একজন বললেন, আমাদের সবার লজ্জিত হওয়া উচিত যে স্বাধীনতাবিরোধী একজন রাজাকারের গাড়িতে এখন দেশের জাতীয় পতাকা উড়বে। এ নিয়ে ঝগড়া তীব্র হলো। সাদা দলের শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হাসান নীল দলের একজনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, বেশি কথা বলবি না, তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলব। পরের দিন পত্রপত্রিকায় লেখা হলো কাঁচা খাওয়ার খবর। আনোয়ার হাসান বিকেলে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে। বললেন, আসলে ঘটনাটা ছিল অন্য রকম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আপনি কি কাঁচা খেয়ে ফেলার কথা বলেছিলেন? তিনি বললেন, আসলে আমি ওভাবে বলিনি। তবে তিনি যে ওই বাক্যটি ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই তার মধ্যে।

তিন. শামসুন্নাহার হলের ঘটনা নিয়ে ২৭ জুলাই শিক্ষক সমিতির তলবী সভা আহ্বান করলেন কিছু তরুণ শিক্ষক। সাদারা এই তলবী সভার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। হৈ চৈ শুরু হলো। নীল আর দলনিরপেক্ষ শিক্ষকদের সমর্থন থাকায় শেষমেশ সভা হলো।

চার. শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় হল প্রভোস্ট সুলতানা শফি নিজের বক্তব্য জানাতে শিক্ষক ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন ২৭ জুলাই বিকেল সাড়ে তিনটায়। চারটার মধ্যেও তিনি এলেন না শিক্ষক ক্লাবে। জানতে চাইলাম আপা আসবেন না? নীল দলের শিক্ষক অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন জানালেন, কিছু টেকনিকাল সমস্যা থাকায় তিনি আসতে পারছেন না। জানা গেল, ২৩ জুলাই রাতে তার বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয়েছিল সে কারণে তার উকিলরা তাকে এখানে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে এলে গ্রেপ্তার হতে পারেন। সংবাদ সম্মেলনে সুলতানা শফির পক্ষে বিবৃতি পাঠ করলেন অধ্যাপক মেসবাহ। বিবৃতিতে অধ্যাপক সুলতানা শফি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে সাতটি প্রশ্ন রাখলেন। তার মধ্যে চার নম্বর প্রশ্নটি ছিল "ঘটনার আগের দিন সাদা দলের নেতা অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার আমার বাসায় এসে জানান যে আমাকে সরানোর জন্য উপাচার্যের ওপর ভীষণ রাজনৈতিক চাপ এসেছে, তাহলে কে সত্য বলছেন" এবং পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ছিল, "প্রক্টর মহোদয়, যিনি বয়সে তো বটেই এবং (অহঙ্কার ক্ষমা করবেন) বিদ্যা-মেধায়ও আমার ছোট, তিনি টেলিভিশনে আমাকে বার বার সে বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রায় অশ্লীলভাবে গালাগালি করেছেন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মতো। এটি বাংলাদেশ না হলে অন্য কোনো সভ্য দেশে কি সম্ভব ছিল?"

পাঁচ. শামসুন্নাহার হলের ঘটনার পর পুলিশি তান্ডব নিয়ে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা বসলো ৩১ জুলাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ সভায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন পদ-পদবীর জন্য এতবেশি ব্যগ্র আর তদ্বিরে ব্যস্ত থাকেন যে মনে হয় আর কিছুদিন পর তারা রমনা থানার ওসি হবার জন্য ব্যগ্র হবেন'।

নীল আর সাদা শিক্ষকদের মাত্র চারটি ঝগড়ার খবর আর এনিয়ে এসবের বাইরে থাকা একজন শিক্ষকের আত্মপোলব্ধির কথা লিখলাম। জাতীয় রাজনীতির বর্তমান নোংরা পথে দলীয় লেজুড়বৃত্তি করতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যেভাবে হাঁটছেন, আমাদের সমাজের জন্য তা কতটা ভয়ঙ্কর আর সুখকর কে জানে! আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে যায় উপাচার্য, হলের প্রভোস্ট এমনকি সহকারী প্রক্টরের পদটি পর্যন্ত। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিয়ে ১৯৭৩ আদেশ পড়ে থাকে অন্ধকারে। সরকার আসে-যায়। নীল সিনেট আর সিন্ডিকেট সাদা হয়ে যায়, আবার হয় নীল। পদ-পদবীর আশায় নীল আর সাদা শিক্ষকরা অপেক্ষায় থাকেন কবে ক্ষমতায় আসবে তার দল। শিক্ষকদের ভয়ঙ্কর ধরনের এই অপেক্ষার পালা শেষ হবে কবে?